29

২৫/৩/২০০০

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

বিগত বৎসরগুলিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির দায়-দায়িত্ব একেবারে কম ছিল না। তাহার মধ্যেও পঁচিশ হাজার ভুয়া শিক্ষক তৈরী হইয়াছে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক-কর্মচারীর সহায়তায়। বর্তমানে শিক্ষকদের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে বেতনের সরকারী অংশ জমা করিবার নিয়ম চালুর মাধ্যমে বাঁচিয়া যাইতেছে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে। ব্যাংকিং এই পদ্ধতি বিলোপ হইতে যাইতেছে। কারণ এমপিওভুক্ত ভুয়া শিক্ষক নাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবার সেই অবস্থা হইবে না-এই নিশ্চয়তা কোথায়? নাকি নূতন আর কোন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হইবেন না? নূতন নিয়মে ভোটের মাধ্যমে সচিব হইবেন কোন বিদ্যোৎসাহী অথবা অভিভাবক প্রতিনিধি। বিধি অনুযায়ী অভিভাবক প্রতিনিধি ভোটের মাধ্যমেই সদস্য নির্বাচিত হইবার নিয়ম ছিল পূর্বেও। কিন্তু অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভোট তো দূরের কথা, অভিভাবক সদস্যের কোন সন্তান কিংবা নিকট কোন আত্মীয়ও ঐ প্রতিষ্ঠানে নাই। বৎসরের পর বৎসর তাহারা সদস্য পদ আঁকড়াইয়া থাকেন অধ্যক্ষের হাতিয়ার হিসাবে। এবার নূতন ব্যবস্থায় থাকিবে সচিবের ভূমিকা। সচিব দুর্নীতিপরায়ণ হইলে অধ্যক্ষ হইবেন হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের উন্নয়নের পরিবর্তে তাহারা শিক্ষক-কর্মচারীদের লেজুড়বৃত্তি চরিত্রে উৎসাহী করিবে। বিনা বেতনে প্রতিদিন আসিয়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, লেখাপড়ার মান বৃদ্ধিসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এমন মানুষ আছে হাতেগোনা। বৎসরান্তে দুই-চারটি মিটিং-এ ম্যানজিং কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত হইবার নজিরও খুব একটা নাই। বিশেষ করিয়া মফস্বল শহর। গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে কী চলিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া নূতন নিয়ম চালু করিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

লায়লা আরজুমান্দ,
সমছু ভিলা, সদর রোড,
বরিশাল।